একতরফা নির্বাচন কখনও কাম্য নয়: মাহবুব তালুকদার

শনিবার অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। সাভার পৌরসভার তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের দেয়া এক লিখিত বক্তব্যে এ দাবি করেন তিনি।

মাহবুব তালুকদার বলেন, আমি সাভার পৌরসভার তিনটি ভোটকেন্দ্রের ১৮টি বুথ পরিদর্শন করি। বেলা ১টা পর্যন্ত ঐ সকল ভোটকেন্দ্রে ৭৩১১ জন ভোটারের মধ্যে ১২৩২ জন ভোট প্রদান করেছন। ৩টি বুথে ৩ জন বিরোধী দলীয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট দেখতে পাই কিন্তু অন্য কোথাও এজেন্ট ছিলেন না।

এছাড়া সাভার পৌর এলাকায় বিরোধীদলীয় প্রার্থীর কোনো পোস্টার দেখতে পাইনি। এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলা যায় না। যে কোনো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হলে তা সিদ্ধ হয় না। একতরফা নির্বাচন কখনো কাম্য নয়।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, পৌরসভার নির্বাচনে ক্রমাগত সহিংসতা বেড়ে চলেছে। সহিংসতা ও নির্বাচন এক সঙ্গে চলতে পারে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন না হলে এই সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য আবশ্যক। যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বেসরকারি ভাবে যারা মেয়র নির্বাচিত

দ্বিতীয় ধাপে দেশের ৬০টি পৌরসভায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ইতোমধ্যে কয়েকটি পৌরসভা ভোটের বেসরকারি ফল জানা গেছে। এদের

মধ্যে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রার্থী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

নোয়াখালী: বসুরহাট পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী আবদুল কাদের মির্জা মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১০৭৩৮ ভোট, তার নিকটতম বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী কামাল উদ্দিন চৌধুরী পেয়েছেন ১৭৭৮ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী মাওলানা মোশাররফ হোসেন পেয়েছেন ১৪৫১ ভোট।

আবদুল কাদের মির্জা বলেন, এ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়, এ জয় শেখ হাসিনার জয়, এ জয় ওবায়দুল কাদেরের জয়, এ জয় বসুরহাট পৌরবাসীর জয়। আমি এ জয় বাংলাদেশের আমার দলের প্রতিটি নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসর্গ করে দিলাম।

রাজশাহী: গোদাগাড়ী উপজেলার কাকনহাট পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের একেএম আতাউর রহমান খান। তিনি ৪৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। একেএম আতাউর রহমান খান নৌকা প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ৫৮৫ ভোট। তার নিকটতম বিএনপির হাফিজুর রহমান হাফিজ ধানের শীষ প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ১২২ ভোট।

বাঘার আড়ানী পৌরসভায় বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মুক্তার আলী। তিনি নারিকেল গাছ মার্কায় মোট ভোট পেয়েছেন ৫৯০৪। তার নিকটতম আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শহীদুজ্জামান শহীদ নৌকা প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৪৩০০। এখানে ১২৭৬ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তোজাম্মেল হক।

সুনামগঞ্জ: ছাতক পৌরসভায় মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম চৌধুরী বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নৌকা প্রতীকে ১২ হাজার ৮’শ ২৩ ভোট পেয়েছেন। বিএনপি মনোনীত রাশিদা আহমদ ন্যান্সি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭ হাজার ৯’শ ৮ ভোট।

বাগমারা: ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আব্দুল মালেক মণ্ডল নৌকা প্রতীক নিয়ে ৭৩১৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ৪৬২০ ভোট বেশি পেয়ে দ্বিতীয় বারের মেয়র নির্বাচিত হলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এসএম মামুনুর রশিদ পেয়েছেন ২৬৯৯

ভোট।

নাটোর: লালপুর উপজেলার গোপালপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রোকসানা মোর্ত্তজা লিলি (নৌকা) ৬ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মনজুরুল ইসলাম বিমল (রেল ইঞ্জিন) পেয়েছেন ৫ হাজার ৭ ভোট।

নলডাঙ্গায় জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মনিরুজ্জামান মনির। তিনি নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬৩০ ভোট, তার নিকটতম বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্বাছ আলী ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১৯১০ ভোট।

ঝিনাইদহ: শৈলকূপা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম নির্বাচিত হয়েছেন। ১০ হাজার ৮৮৭ ভোট পেয়ে তিনি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৈয়বুর রহমান খান পেয়েছেন ৭ হাজার ২৮১ ভোট।

কুষ্টিয়া: ভেড়ামারা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে বিজয়ী হলেন জাসদ সমর্থিত প্রার্থী আনোয়ারুল কবির টুটুল। তিনি মশাল প্রতীকে ৭৯৭০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শামিমুল ইসলাম ছানা ৪৬৩৪ ভোট পান।

মিরপুর পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাজী এনামুল হক জয়ী হয়েছেন। নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১০ হাজার ৪শ’ ৬৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ আরিফ মোবাইল প্রতিকে পেয়েছেন ২ হাজার ৫শ’ ১৫ ভোট।

বগুড়া: সারিয়াকান্দি পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মতিউর রহমান মতি (নৌকা) বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ৬ হাজার ৫শ’ ৭৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলমগীর শাহী সুমন পান ২ হাজার ৭শ’ ৯৬ ভোট।

নরসিংদী: মনোহরদী পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বর্তমান মেয়র আমিনুর রশিদ সুজন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৮ হাজার ৮৮২ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদুল হক পেয়েছেন ৫৮৫ ভোট।

ময়মনসিংহ: মুক্তাগাছায় বেসরকারিভাবে মেয়র পদে বিপুল ভোটে

নির্বাচিত হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বিল্লাল হোসেন সরকার। তিনি পেয়েছেন ১২ হাজার ৫০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শহিদুল ইসলাম পেয়েছেন ৪ হাজার ৩৫ ভোট।

কুমিল্লা: চান্দিনা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শওকত হোসেন ভূঁইয়া নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ৯ হাজার ৪৫১ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন জগ প্রতীকে ৩ হাজার ১৫৫ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী শাহ মো. আলমগীর খান ধানের শীষ প্রতীকে ২ হাজার ৬৯৫ ভোট পেয়েছেন।

বগুড়া: আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি মেয়র প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টু ৩য় বারের মত মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৭৭৮৮। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল ইসলাম মন্টু পেয়েছেন ৭৪০২ ভোট। ৩৮৬ ভোটের ব্যবধানে তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টু বিজয়ী হয়েছেন।

ফরিদপুর: বোয়ালমারী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিম রেজা লিপন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৯২৩৯ ভোট। বিএনপির প্রার্থী পেয়েছেন ২৫৮৭ এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী লিটন মৃধা পেয়েছেন ৩৮৮৮ ভোট। ইত্তেফাক

পৌরসভা নির্বাচনে ভোট ডাকাতি চলছে: খন্দকার মোশাররফ

পৌরসভা নির্বাচনেও ভোট ডাকাতি চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য. ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে কোনও কেন্দ্রে আমাদের এজেন্ট দিতে দেয়নি। আগের রাতেই আমাদের নেতা কর্মীদের বাড়ি ছাড়া করেছে প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারের ক্যাডার বাহিনী।

তিনি আরও বলেন, ইভিএমে যেখানেই ভোট দিক, পড়ে একটি প্রতীকে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সর্ম্পূণ ধ্বংস করেছে বর্তমান সরকার।

দ্বিতীয় ধাপে আজ শনিবার ৬০টি পৌরসভায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল আটটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

আজ দ্বিতীয় ধাপে ৬০ পৌরসভায় ভোট

দেশে চলমান পৌর নির্বাচনে আজ শনিবার দ্বিতীয় ধাপে ৬০টি পৌরসভায় ভোট নেওয়া হবে। সকাল আটটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ৬০ পৌরসভার মধ্যে ২৯টিতে ভোট নেওয়া হবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এবং ৩১টিতে ব্যালটের মাধ্যমে।

ইভিএমের মাধ্যমে ভোট হবে দিনাজপুরের জেলার বীরগঞ্জ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও সান্তাহার, নওগাঁর নজিপুর, রাজশাহীর কাকনহাট ও আড়ানী, নাটোরের নলডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, পাবনার ফরিদপুর, মেহেরপুরের গাংনী, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, ঝিনাইদহের শৈলকুপা, বাগেরহাটের মোংলা পোর্ট, মাগুরার মাগুরা, পিরোজপুরের পিরোজপুর, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া, নেত্রকোনার কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, ঢাকার সাভার, নরসিংদীর মনোহরদী, নারায়ণগঞ্জের তারাব, শরীয়তপুরের শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, কুমিল্লার চান্দিনা, ফেনীর দাগনভূঞা, নোয়াখালীর বসুরহাট, খাগড়াছড়ির খাগড়াছড়ি এবং গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভায়।

আর ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, উল্লাপাড়া, সদর ও রায়গঞ্জ, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, কুষ্টিয়ার সদর, ভেড়ামারা ও মিরপুর, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও সদর, দিনাজপুর সদর ও বিরামপুর, পাবনার ভাঙ্গুড়া, সাথিয়া ও ঈশ্বরদী, রাজশাহীর ভবানীগঞ্জ, সুনামগঞ্জের সদর ও ছাতক, হবিগঞ্জের মাধবপুর ও নবীগঞ্জ, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, নাটোরের গুরুদাসপুর ও গোপালপুর, বগুড়ার শেরপুর,

বান্দরবান জেলার লামা এবং কিশোরগঞ্জ সদর পৌরসভায়।

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সমন্বয়ে মোবাইল ফোর্স, স্ট্রাইকিং ফোর্স ও র্যাব মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি পুলিশ ও আনসার সদস্যও মাঠে থাকবেন।

ভোটার সংখ্যা এক লাখের বেশি যেসব পৌরসভায়, সেখানে চার প্লাটুন, ৫০ হাজারের বেশি হলে তিন প্লাটুন, ১০ হাজারের বেশি হলে দুই প্লাটুন এবং ভোটার সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে হলে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন থাকবে ভোটের দিন।

দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভার তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু নীলফামারীর সৈয়দপুরে মেয়র পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী (নারিকেল গাছ প্রতীক) মো. আমজাদ হোসেন সরকারের মৃত্যুতে এ পৌরসভার ভোট স্থগিত করা হয়।

দেশের ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে প্রথম ধাপে গত ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমে ভোট হয় ২৪টি পৌরসভায়। দ্বিতীয় ধাপে আজ ভোট হচ্ছে ৬০ উপজেলায়। তৃতীয় ধাপে ৬৪টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারি এবং চতুর্থ ধাপে ৫৬টি পৌরসভায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট নেওয়া হবে।

তালাকের পর সন্তান থাকবে কার জিম্মায়, আইন কী বলে?

রাজধানী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন ৩৯টি তালাকের ঘটনা ঘটেছে।

ওই হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০২০ সালে তালাকের পরিমাণ বেড়েছে।

তবে তালাকের সাথে স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যারা প্রভাবিত হয় তারা হচ্ছে ওই পরিবারের সন্তানরা।
কোনও পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে তালাক হলেও ওই পরিবারের

সন্তানের জিম্মা কার হবে। এ নিয়ে মুসলিম আইনেই বা কী বলা আছে?

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, প্রায় সব ক্ষেত্রে বাবা সন্তানের প্রকৃত আইনগত অভিভাবক। এই আইনের আওতায় সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং জিম্মাদারিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়।

তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সন্তানের দেখাশুনা, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের বিষয়গুলো অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই আইন অনুযায়ী, অভিভাবক বলতে যে ব্যক্তি কোনও নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তির বা শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকবে তাকে বুঝাবে।

সন্তান কার জিম্মায় থাকবে?
আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, কোনও দম্পতির মধ্যে তালাক হলে এবং তাদের সন্তান থাকলে ছেলে সন্তানের সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের হেফাজতে থাকবে। আইনে এমনটাই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মায়ের অধিকার সবার আগে স্বীকৃত।

তবে মুসলিম আইনে মা সন্তানের আইনগত অভিভাবক নন; আইনগত অভিভাবক বাবা। মা শুধু জিম্মাদার বা হেফাজতকারী।

“মা কিন্তু গার্ডিয়ান না, মাকে অভিভাবক হিসেবে ধরা হয় না, মা হচ্ছে বাচ্চার কাস্টোডিয়ান বা হেফাজতকারী।”

তিনি বলেন, ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে যে সাত বছর সে মায়ের কাছে থাকবে তখন সে বাবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে।

মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সে মায়ের হেফাজতে থাকবে। এসময় বাবা তার সাথে দেখা করতে পারবেন।

এই সময়ের পর সন্তানদের তার বাবা চাইলে নিয়ে যেতে পারে।

তবে নির্দিষ্ট বয়সের পরও সন্তানের জিম্মাদারি যদি কোনও মা রাখতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আদালতে আবেদন করতে হবে।

মিতি সানজানা বলেন, অনেক সময় দেখা যায় যে, তালাক হলেও যদি বাবা- মায়ের মধ্যে তেমন সমস্যা বা বিতর্ক না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে

সন্তানদেরকে যৌথ হেফাজতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাবা কিংবা মা দু’জনেই চাইলে সন্তানদের রাখতে পারেন।

“সেক্ষেত্রে হয়তো মায়ের কাছে চার দিন আর বাবার কাছে তিন দিন বা তাদের সুবিধা মতো থাকতে পারে।”

তবে জিম্মাদারি বা হেফাজত নিয়ে যদি বিতর্ক তৈরি হয় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের পর অর্থাৎ ছেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাত বছর আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও যদি মা নিজের হেফাজতে রাখতে চান, তখন তাকে আলাদাভাবে আদালতে আবেদন করতে হবে।

এ ধরনের আবেদনের পর আদালত যে বিষয়টি বিবেচনায় নেয় সেটি হচ্ছে, সন্তানের কল্যাণের জন্য যেটা সবচেয়ে ভাল, সেটিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আদালত।

আদালত সাধারণত চায় যে, হেফাজতের ক্ষেত্রে বাবা-মা দু’জনেই থাকুক। তবে ধরে নেয়া হয় যে, মায়ের কাছেই সন্তানরা সবচেয়ে বেশি ভাল থাকবে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মা যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হয়, বা তার যদি আয় না থাকে তাহলে সেটি মামলাকে দুর্বল করে তোলে।

“কোর্ট এখানে অনেক কিছুকে বিবেচনায় নেয়। যেমন ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি সেটা বাবা-মা যার কাছেই থাকুক না কেন, এছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন ড্রাগ ইস্যুও বিবেচনায় নেওয়া হয়,” বলেন মিতি সানজানা।

বাবা-মায়ের মধ্যে যদি কারো বিরুদ্ধে গুরুতর কোনও অভিযোগ থাকে যেমন মাদকাসক্ত হওয়া কিংবা অপরাধমূলক কোনও কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ, তাহলে আদালত কখনওই তার কাছে সন্তানের জিম্মাদারি দিতে চায় না।

“যার কাছে থাকলে সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ হবে তার কাছে থাকারই অনুমোদন দেয় আদালত।”

তবে সন্তান বাবা কিংবা মা- যার সাথেই থাকুক না কেন, অপরপক্ষকে সন্তানের সাথে দেখা করা ও সময় কাটানোর অনুমোদন দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে। তবে এক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনও অভিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়।

গুরুতর অভিযোগ না থাকলে সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন দেখা করতে পারে। তবে এটা পরিবার অনুযায়ী আলাদা হয় বলেও জানান আইনজীবী মিতি সানজানা।

তবে দেখা করার অনুমোদন থাকলেও যদি বাবা কিংবা মাকে দেখা করতে না দেওয়া হয় তাহলে যাকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না সে আবার বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে পারেন।

সন্তানের মতামতের সুযোগ আছে কি?
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, হেফাজত বা জিম্মাদারি দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের মতামতের গুরুত্ব সবসময়ই থাকে।

তবে বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের ভয় দেখানো বা প্রভাবিত করা হয় বলে জানান মিতি সানজানা।

আর সেকারণেই বাচ্চাদের সম্মতি নেওয়া হলেও আদালত বোঝার চেষ্টা করে যে, সে কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা।

“পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, বাচ্চা নিজের ইচ্ছায় মতামত দিচ্ছে কিনা।”

তবে বাচ্চার মতামতই একমাত্র নয়। জিম্মাদারি নেওয়ার ক্ষেত্রে বাচ্চার মতামত মামলাটিকে শক্তিশালী করলেও এটি ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। বরং বাচ্চার মতামতকে একটি এভিডেন্স বা প্রমাণ হিসেবে নেওয়া হয়।

“বাচ্চা যদি বলে যে অমুকের সাথে থাকবো, তার মানে এই না যে তাকে সাথে সাথে থাকতে দেওয়া হচ্ছে,” বলেন মিতি সানজানা।

এর কারণ হচ্ছে, যার সাথে থাকতে চাচ্ছে সে ম্যানিপুলেট বা প্রভাবিত করতে পারে, ভয় দেখাতে পারে, তার ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকতে পারে, সে মাদকাসক্ত হতে পারে, তার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ থাকতে পারে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

“তবে যার পক্ষে বাচ্চা বলবে তার পক্ষেই মামলাটি শক্তিশালী হবে। জিম্মাদারি পাওয়ার ক্ষেত্রে দু’পক্ষই টানা-হেঁচড়া করে।”

তবে অনেক সময় বাচ্চার ইচ্ছানুযায়ী, দু’পক্ষকেই তার হেফাজত ও জিম্মাদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সরকার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়: মির্জা ফখরুল

বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সরকার ২০১৮ সালের নির্বাচনের মতই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও দলীয় নেতাকর্মীদের নামে মামলা দিয়ে হয়রানী করছে। এ সরকার সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

তিনি আজ শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে এমন মন্তব্য করেন।

সরকারকে ভয়ঙ্কর আত্মহননের পথ থেকে সরে এসে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল। তা না হলে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারকে সড়িয়ে দেয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

এসময় জেলা বিএনপি’র শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ভুলে ভরা বিনামূল্যের বই, বিতর্কিত করা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে

বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ শুরু করেছে সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এসব

নির্বাচন হয়েছে। ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

অথচ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ অনুযায়ী- ‘প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি করপোরেশন যদি থাকে তাহলে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র ও কাউন্সিলর এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে।’

এদিকে সরকার শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে নিরুৎসাহিত করলেও পাঠ্যবইয়ে কোচিংকে শিক্ষার বাড়তি ‘সুযোগ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির ১১১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘মীনার বড় ভাই বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষকদের কাছে কোচিং করলেও তাকে কখনো এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়নি’। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, পাঠ্যবইয়ে এমন পাঠ সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে আগ্রহের অপচেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন অধ্যায়ে ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় জাতিসংঘ সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০’। অথচ প্রতিষ্ঠাকালীনই জাতিসংঘের সদস্য ছিল ৫১টি দেশ। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ‘সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন’।

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, জাতীয় এ নেতাকে ভুলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। ডা. শামসুল আলম খান মিলন তৎকালীন স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হলেও বইয়ের ২১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন’। নবম-দশম শ্রেণির ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি’ বইয়ে বাংলাদেশের উৎসবের বিবরণে ২১ ফেব্রুয়ারি ও মহররমকে উৎসব হিসেবে দেখানো হয়েছে। অথচ ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহররমের ১০ তারিখে আশুরা, যা শোক হিসেবে পালিত হয়। এ ছাড়া বইটির ১২৭ পৃষ্ঠায় বৈশাখী মেলার বিবরণ দেওয়া হলেও পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে দেশের বৃহৎ আয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পাঠ্য বইগুলোতে অনেক বানান ভুল লক্ষ্য করা গেছে।

অষ্টম শ্রেণির সাহিত্য কণিকা বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায় ‘বিব্রত’ শব্দের

শব্দার্থ হিসেবে লেখা হয়েছে ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে ‘রহমানের মা’ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে- রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকার লৌহজংয়ের গাউপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জানা গেছে, এ লেখক ভারতের আসামে জন্মগ্রহণ করেন। বইটির ‘পোস্টার’ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে- আবুল হোসেন খুলনা জেলার ফকিরহাট থানায় জন্মগ্রহণ করেন। কার্যত, ফকিরহাট থানা বর্তমানে বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। ফকিরহাট একসময় খুলনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেই হিসাবে লেখার ক্ষেত্রে ‘তৎকালীন’ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিল। বইটিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দুই শ্রেণির দুটি বইয়ে একই লেখকের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ে ‘অবাক জলপান’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ‘সুকুমার রায় ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।’ অথচ নবম-দশম শ্রেণির ‘ছায়াবাজি’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- এ লেখকের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। এনসিটিবি প্রণীত একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন তথ্যে বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকরাও।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা পাঠ্যবইয়ের এসব ভুল সম্পর্কে প্রতিবেদককে বলেন, বইগুলো ২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। ভুল হয়ে থাকলে এসব বইয়ের লেখক, সম্পাদনা পরিষদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসব আমরা। লেখকরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব লিখেছেন সে ব্যাপারে বাখ্যা চাওয়া হবে। যাচাই করে ভুল পাওয়া গেলে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

নুসরাত হত্যা: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির কারামুক্তি চেয়ে আওয়ামী লীগের

দোয়া!

ফেনীর সোনাগাজীতে আলোচিত মাদরাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রুহুল আমিনের কারামুক্তি, সুস্থতা কামনা করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। পৌর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ব্যানারে গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে রুহুল আমিনের একটি ছবিও টাঙানো হয়।

সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল জানান, এই কর্মসূচির সম্পর্কে তিনি এবং দলের সাধারণ সম্পাদক এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত না।

বিকেল সাড়ে ৪টায় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সোনাগাজী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাখাওয়াতুল হক বিটু, মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রবিউজ্জামান বাবু, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম ভূট্টো, মঙ্গলকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন বাদল, জেলা পরিষদের সদস্য নাছির উদ্দিন আরিফ ভূঁইয়া, চরচান্দিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম মানিক, বগাদানা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলা উদ্দিন বাবুল, আমিরাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরু মেম্বার, ইউপি সদস্য গেদু মিয়া ভূঁইয়া, দীন মোহাম্মদ, মতিগঞ্জ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন টিপু ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেনসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী অংশ নেন।

২০১৯ সালে ২৪ অক্টোবর নুসরাত জাহান রাফিকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলা ও আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিনসহ ১৬ জনের ফাঁসির আদেশ দেন ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মামুনুর রশিদ। এ হত্যা মামলাটি হাইকোর্টের আপিল বিভাগে ডেথ রেফারেন্স শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। সূত্র: কালের কণ্ঠ

[redacted]

[redacted]:
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কৃষি করছেন।

জানতে চাইলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ও অরণী থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবের বলেন, করোনার কারণে পেশাজীবী শিল্পীদের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা করোনা সহায়তা পেলেও তা একেবারেই অপ্রতুল। সরকরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও দাবি, যেভাবে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বিধবা ভাতা দেয়া হয়, সেভাবে দুস্থ অসহায় শিল্পীদের পাশে দাঁড়াক। এই সংগঠক আরো বলেন, শিল্পীরা যে সাহসিকতা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবদান রাখছেন তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না। সরকার এদিকে নজর দিক এটাই আমাদের দাবি।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন বলেন, করোনায় কাজ হারিয়েছে অনেকেই। যাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের করোনা সহায়তার পাশাপাশি স্থানীয় সংসদ সদস্য নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তবে তা অপ্রতুল।

এম সাইদুর সংগীত একাডেমির পরিচালক শিল্পী এম সাইদুরের কণ্ঠে শোনা গেল হতাশার সুর। তিনি বলেন, গত ৯ মাস ধরেই বেকার বসে আছি। জীবন বাঁচাতে সঞ্চয় ভেঙে চলছি। কোথাও সংগীতের কোনো আয়োজন নেই, স্কুলগুলোতে কোনো কার্যক্রম নেই। আছে শুধু বুক ভরা কষ্ট। এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আরো বলেন, সংগীতের শিক্ষকতা করে প্রতি মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতাম। এখন কোনো রকম টিকে আছি। এই দুঃসময়ে সরকারকে আমাদের পাশে চাই।

মেপ্র/এমএফআর

সাকরাইনে ডিজে, আতশবাজি, ফানুস ও মদ নিষিদ্ধ চেয়ে ডিএমপিতে

পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালার চিঠি

সাকরাইনে ডিজে পার্টি, আতশবাজি, ফানুস ও মাদক নিষিদ্ধের কার্যকরী নীতিমালা চেয়ে ডিএমপি কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন পুরান ঢাকার ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে মিন্টো রোডে ডিএমপি কমিশনার বরাবর পাঠানো এক চিঠি তারা এ আহবান জানান। চিঠিতে পুরান ঢাকাস্থ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, আগামী ১৪-১৫ই জানুয়ারী’ ২০২১ ইং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ‘সাকরাইন’ নামক একটি অনুষ্ঠান পালিত হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, গোয়ালনগর, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, লালবাগসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ছাদগুলোতে নানান আয়োজন হয়। এর মধ্যে আছে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগীতা, ডিজে পার্টি, আতশবাজি-ফানুস উড়ানো। এ বছরও একই ধরণ ও বড় পরিসরে এ উৎসব আয়োজন করা হবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা বলেন, মূলতঃ সাকরাইন নামক এ আয়োজনে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। এ সময় শুধু পুরান ঢাকা নয় বরং নতুন ঢাকার জনগণও পুরান ঢাকার ছাদগুলোতে ভীড় জমাতে থাকে। অথচ করোনা মহামারীকালে যে কোন ধরণের জনসমাগমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। এ বছর সাকরাইন উপলক্ষে হাজার হাজার ছাদে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় তথা জনসমাগম ঘটার সম্ভবনা আছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি ডেকে আনতে পারে।

তারা আরো বলেন, সাকরাইনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বাড়ির ছাদ থেকে ফানুস উড়ানো ও আতশবাজি পোড়ানো হয়। অথচ ডিএমপির পক্ষ থেকে ২০১৮ সালে ফানুশ উড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া ‘বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ অনুসারে রঙিন আতশবাজী রাখা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ফানুস ও আতশবাজি থেকে ভয়াবহ ধরণের অগ্নিকাণ্ড ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি থার্টি ফাস্ট নাইট উপলক্ষে উড়ানো ফানুস থেকে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডের রেজিন্সি টাওয়ার নামক একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ভবনটিতে প্রায় ৮০টির মতো পরিবার বসবাস করতো, অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে আতংকগ্রস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অনেকেই আহত হন। (তথ্যসূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) এছাড়া

বিদ্যুতের তারে ফানুশ আটকে থাকার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, পুরান ঢাকা জনবসতিপূর্ণ ও ঘিঞ্জি এলাকা। ২০১৯ সালে চকবাজারের চূড়িহাট্টার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। ঐ ঘটনার পর থেকে পুরান ঢাকায় বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের গোডাউনের উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পুরান ঢাকায় দাহ্য পদার্থ নিয়ে যেখানে এত সতর্কতা, সেখানে আতশবাজির মত বিষ্ফোরক পদার্থ ফুটলে তা অবশ্যই ভয়ানক বটে। যদি আতশবাজি ও ফানুশ থেকে পুরান ঢাকায় কোনরূপ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, তবে একদিকে যেমন সরু গলিতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে না পেরে বিপুল জানমালের ক্ষতি হবে, অন্যদিকে পুরান ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যেও পড়বে কালো ছায়া, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসায়ীরা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি।

তারা বলেন, আতশবাজির পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান। আতশবাজির কারণে বায়ুতে বিষাক্ত কণা ছড়িয়ে পড়ে, যার দরুণ পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এছাড়া বিস্ফোরকের উচ্চ ও ভীতিকর শব্দে অসুস্থ রোগীদের হৃদযন্ত্রজনিত রোগ বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, সাইকরাইনকে কেন্দ্র করে মুখের মধ্যে কেরোসিন নিয়ে ‘আগুন খেলা’ নামক ভয়ঙ্কর খেলা প্রদর্শিত হয়, যা করতে গিয়ে অনেকের মুখ ঝলসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে অহরহ। এছাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পরে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসময় ছাদগুলোতে বিকট শব্দে রাতভর গান বাজানো হয়, যা চারপার্শ্বের জনগণকে মারাত্মক বিরক্ত করে। অথচ এত উচ্চ শব্দে গান বাজানো ‘শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬’ অনুসারে অপরাধ বটে। তারা আরো বলেন, সাকরাইন উৎসবের নামে চলে মদ-গাজা ও ইয়াবা সেবন ও ডিজে পার্টি। অথচ বাংলাদেশের আইনে জনসাধারণের জন্য মদ-গাজা- ইয়াবা’র মত মাদকের সেবন ও কেনাবেচার উপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

মূলতঃ মদ খাওয়া কিংবা ডিজে পার্টি নামক উশৃঙ্খলতা কখনই আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানের কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের ‘নৈতিকতা’ নিয়ে চিন্তিত। এসব অনুষ্ঠানে গিয়ে তারা আমাদের আদি সংষ্কৃতি থেকে সরে যাওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। উল্লেখ্য সম্প্রতি রাজধানীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার খবরে আমরা এমনিতেই আতঙ্কিত। এর মধ্যে নতুন করে সাকরাইনের উন্মাতাল মদ ও ডিজে পার্টির নামে নতুন কোন

ধর্ষণ বা হত্যার ঘটনার জন্ম হলে তা দেশ ও জাতির জন্য সত্যিই ভয়ানক হবে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, থার্টি ফাস্ট নাইটকে ঘিরে নিরাপত্তার জন্য ডিএমপি ১৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছিলো, যা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু অনেক এলাকায় সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করতে দেখা যায়, যার কারণে মিডিয়াতেও শিরোনাম হয়, “প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই থার্টি ফার্স্ট উদযাপন। (তথ্যসূত্র: বাংলাট্রিবিউন, যমুনানিউজ, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) মূলতঃ উক্ত নির্দেশনায় বাড়ি ছাদে ডিজে পার্টি নিষিদ্ধ হলেও বাড়িওয়ালার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ ছিলো না। আবার আতশবাজি ও পটকা ফোটানো নিষিদ্ধ হলেও পটকা-আতশবাজি কেনাবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো না এবং সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও ছিলো না। এ কারণেই সম্ভবত নির্দেশনা থাকার পরও অনেকে তা উপেক্ষা করতে পেরেছে।

সাকরাইন উপলক্ষে ডিএমপির কাছে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা ২টি দাবী করেন-
এক, অনলাইন বা মাঠপর্যায়ে (দোকানে) যারা আতশবাজি বা ফানুস ক্রয়-বিক্রয় করছে তাদের গ্রেফতার করা এবং আইনত শাস্তির মুখোমুখি করা। দুই, কোন বাড়ির ছাদে কোন আইন শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ (ফানুস উড়ানো, আতশবাজি, ডিজে পার্টি, জনসমাগম, মদ-গাজা-ইয়াবা সেবন, আগুন খেলা, উচ্চস্বরে গান বাজানো ইত্যাদি) সংঘটিত হলে তার দায় ঐ বাড়ির বাড়িওয়ালার এবং এর জন্য ঐ বাড়িওয়ালাকেই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে- এই মর্মে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।

আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ডিএসসিসি মেডিকেল রোড সাইড মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি মুহম্মদ কবির হুসাইন মনা, নাজিরাবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ আল রাশিদ, নাসির উদ্দিন সরদার লেন ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, চকবাজার বেগমবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ কাউসার রহমান, সিদ্দিকবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ মোস্তাক, কাজী আলাউদ্দিন রোডের ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান, হোসনী দালান এলাকার বাড়িওয়ালা মুহম্মদ হাসু, মিডিফোর্ড রোডস্থ ব্যবসায়ী ফয়জুর রহমানসহ পুরান ঢাকাস্থ ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা। (প্রেস রিলিজ)